আগমনী

আগমনী

নিমাই ভট্টাচার্য

সৃজনী ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ ঃ চিত্ত সিংহ

প্রথম প্রকাশ ঃ
২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

প্রকাশক ঃ
সুজনীর পক্ষে ঃ অসীম রায়
৪ ভূপেন বোস এভিনু্য, কলিকাতা-৪

মুদ্রক ঃ
সুজনী প্রেসের পক্ষে ঃ হরিপদ মান্না,
পোঃ প্রফুল্ল কানন, কলিকাতা-৫৯

চিত্ত সিংহের পরবর্তী উপন্যাস ঃ পিতা-পুত্র

কি আশ্চর্য!

এমন বিস্ময়কর ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে? স্বপ্ন কি কখনও বাস্তব হয়? হতে পারে?

আমি আনন্দে-খুশিতে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারি না।

একটু আগে থেকে শুরু করি। আমার একান্ত নিজস্ব জগতটা খুবই ছোট। আমার বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। এমন কি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। আছেন শুধু মা। শুধু মা'র জন্যই আমি ওদের অভাব কোনদিন অনুভব করিনি।

আমার মা সত্যিই অনন্যা। অসামান্যা। আমি জানি, বেথুন স্কুল আর কলেজে এখনও মা'র বেশ কয়েকটা ছবি টাঙানো আছে। সব চাইতে কম বয়সের যে ছবিটা হেড মিস্ট্রেসের ঘরে আছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেই মা হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর হাসি থামলে বলেন, ঐ ছবিটার কথা ভাবলে এখনও আমার লজ্জা করে।

—কেন?

—নবনীতা চৌধুরী নামে একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়তো। ওর বাবা ছিলেন আই-সি-এস অফিসার। পর পর দু'বছর আমার চাইতে আট-দশ নম্বর বেশি পেয়ে ও ফার্স্ট হয়। কথাবার্তা আলাপ-ব্যবহারে ও খুবই মার্জিত ছিল কিন্তু ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল বলে ক্লাশের অনেক মেয়ের সঙ্গেই বিশেষ মেলামেশা করতো না।

—তুমি সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে?

—হ্যাঁ।

মা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন। তারপর মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যাদের সঙ্গে সারাদিন কাটাই, একসঙ্গে পড়াশুনা-খেলাধূলা করি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা-বন্ধুত্ব করবো না তো কাদের সঙ্গে করবো?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

মা একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, কার বাবা-মা গরীব বা বড়লোক, তা ভেবে তো স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব করে না।

আমি একটু হেসে প্রশ্ন করি, নবনীতা বুঝি শুধু বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন?

—হ্যাঁ ; তবে ওর ঘনিষ্ঠ দু'তিনজন বন্ধুরা ছিল বড় বড় অফিসারদের মেয়ে। এইজন্য আমাদের ক্লাশ-টিচার শেফালীদি ওকে একেবারেই দেখতে পারতেন না।

—তখন তুমি কোন্ ক্লাশে পড়ো?

—ক্লাশ এইটে।

মা একটু থেমে একটু হেসে বলেন, আমি কোনকালেই স্পোর্টস্'এ ভাল ছিলাম না বলে নামও দিতাম না। সেবার স্পোর্টস'এর কয়েক দিন আগে হঠাৎ শেফালীদি আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, স্পোর্টস্'এ তোকে একটা প্রাইজ পেতেই হবে। তুই স্পোর্টস'এ একটা প্রাইজ না পেলে আমার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলি, তুমি বুঝি 'গো অ্যাজ ইউ লাইক ইট'এ কাবুলীওয়ালা সেজে প্রাইজ পেয়েছিলে?

মা হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ।

উনি একটু থেমে বলেন, শেফালীদি কোথা থেকে এক ভদ্রলোককে ধরে এনেছিলেন আমাকে সাজিয়ে দেবার জন্য। উনি এমন নিঁখুতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার মা পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেননি।

—মাই গড!

—শুধু তাই না। ঐ ভদ্রলোক দু'চারটে পুস্তু কথা এমনভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে সেগুলো আউড়ে আমি সব টিচারদের পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

—তুমি কী হয়েছিলে? ফার্স্ট না সেকেণ্ড ...

—ফার্স্ট।

—নবনীতা স্পোর্টস্'এ নাম দিতেন?